RABINDRA BHARATI UNIVERSITY
VOCAL MUSIC DEPARTMENT

COURSE - B.A. (Compulsory Course) (CBCS) 2020
Semester - IV , Paper - I
Teacher - Dr. Sankar Bhattacharyya

C) Classification of talas according to musical types.

প্রত্যেক তালের অন্তর্গত মাত্রাগুলিকে ছন্দের দিকে দৃষ্টি রেখে কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করা যায়। এগুলিকে তালবিভাগ বলা হয়। ছন্দ অনুযায়ী বিভিন্ন তালে মাত্রা সংখ্যা আলাদা। যেমন চৌতালে দুই মাত্রা করে ছয়টি বিভাগ বা ত্রিতালে চার মাত্রা করে চারটি বিভাগ ইত্যাদি।

প্রকৃতপক্ষে মাত্রার সাহায্যে বিভাগ গঠিত। প্রাচীন সঙ্গীত শাস্ত্রে একে অঙ্গ বলা হয়েছে। সুতরাং মাত্রা ও বিভাগ উভয়ই অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। আবার প্রাচীন তালপদ্ধতির অনুকরণে সৃষ্ট হয়েছে বিভিন্ন সাঙ্গীতিক অঙ্গ। যেমন ধ্রুপদাঙ্গ, খেয়ালাঙ্গ, ঠুমরীঅঙ্গ, টপ্পা ও লঘুঅঙ্গ প্রভৃতি। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য তালের দশপ্রাণের একটি প্রকরণ হিসেবে এই অঙ্গকে চিহ্নিত করা যায় না। কেবলমাত্র প্রকৃতিগত পার্থক্যের জন্য এই অঙ্গকে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে। এই সাঙ্গীতিক অঙ্গ অনুসারে আবার তালের বর্গীকরণ করা হয়েছে। যেমন -

১) ধ্রুপদাঙ্গ তাল - ধ্রুপদ বা ধামার গানের সঙ্গতে পাখোয়াজে বাদিত তালগুলি এই সাঙ্গীতিক অঙ্গের অন্তর্গত। যেমন চৌতাল, ধামার, সুরফাকতাল, আড়াচৌতাল, তেওড়া, ঝাঁপতাল ইত্যাদি।

ঝাঁপতালের ঠায় লয় (পাখোয়াজের বোল)

পদ - বিষম ; জাতি - মিশ্র ; বিভাগ - ৪টি ; ছন্দ - ২,৩,২,৩ ; মাত্রা - ১০

x 2 0 3
II ধা দেৎ I ধা দিন্ তা I কেটে তাগে I ধা দিন্ তা II
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০

আড়াচৌতাল ঠায় লয় (পাখোয়াজের বোল)

পদ - বিষম ; জাতি - মিশ্র ; বিভাগ - ৪টি ; ছন্দ - ২,৪,৪,৪ ; মাত্রা - ১৪

x 2
II ধা গে I ধা গে দেন্ তা I
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬

0 3
I কৎ তাগে দেন্ তা I তেটে কতা গদি ঘেনে II
৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪

আড়াচৌতাল যদিও ধ্রুপদাঙ্গের তাল তবুও এই তালটি তবলায় বহুল ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। অবশ্য সেক্ষেত্রে তালের বোল ভিন্ন প্রকার।

২) **খেয়ালাঙ্গ তাল** - খেয়াল এবং লঘুসঙ্গীতের সঙ্গতে তবলায় বাদিত তালগুলি এই সাঙ্গীতিক অঙ্গের অন্তর্গত। এই তালগুলি হল ত্রিতাল,

একতাল, দাদরা, ঝুমড়া, ঝাপতাল, কাহারবা, ধুমালী প্রভৃতি। হিন্দুস্থানী সঙ্গীতে একতালকে তিন ভাবে ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন ২/২ ছন্দ, ৩/৩ ছন্দ এবং ৪/৪ ছন্দ। ত্রিমাত্রিক ছন্দের একতাল অধিকাংশ বাংলাগানে ব্যবহৃত হয়। তবে খেয়াল ইত্যাদি গানে ২/২ ছন্দই অধিক পরচলিত। ১৬ মাত্রার ৪/৪ ছন্দের ত্রিতাল খেয়াল গানে একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। অধিকাংশ খেয়াল গান ত্রিতাল এবং তার লয়কারীতে আধারিত।

৩) **ঠুমরী অঙ্গ** - ঠুমরী, দাদরা, ত্রিবট প্রভৃতি গানের সঙ্গতে তবলায় বাদিত তালগুলি এই সাঙ্গীতিক অঙ্গের অন্তর্গত। এই তালগুলি হল দীপচন্ডী, আদ্ধা প্রভৃতি। দীপচন্ডী তালটি মধ্যলয়ের তাল। এর লয়কারী করলে ছন্দমাধুর্য ও বৈশিষ্ট্য নষ্ট হয়।

৪) **টপ্পা অঙ্গ** - টপ্পাগানের সঙ্গতে তবলায় বাদিত তালগুলি এই সাঙ্গীতিক অঙ্গের অন্তর্গত। এই তালগুলি হল যৎ, মধ্যমান, আদ্ধা, পাঞ্জাবী ঠেকা প্রভৃতি। যৎ বা আদ্ধার বিলম্বিত লয় এই গানে বেশি ব্যবহৃত হয়।

৫) **কীর্তনাঙ্গীয় তাল** - বাংলার নিজস্ব শাস্ত্রীয় তাল পদ্ধতি বলতে কীর্তনাঙ্গীয় তালকেই বোঝায়। কীর্তন গান সঙ্গতে শ্রীখোলে বাদিত তালগুলি এই সাঙ্গীতিক অঙ্গের অন্তর্গত। এই তালগুলি হল দাসপ্যারী, লোফা, দোঠুকি, দশকুশী, মদনদোলা প্রভৃতি। এই তালগুলির মাত্রা বিভাগ, বোল, লয়, ছন্দ ইত্যাদি সবকিছুই আন্যান্য আঙ্গীকের তালের থেকে সম্পুর্ণ আলাদা।

<u>ছোট দশকুশী তাল (শ্রীখোলের ঠেকা)</u>

পদ - সম ; বিভাগ - ৭টি গুরু এবং ৭টি লঘু ; ছন্দ - ২/২ ; মাত্রা - ১৪

+	০	২	০
IIঝা খি I নাক্ ঝিনি I	ঝা খি I	নাক্ ঝিনি I	
৩	৪	০	

Iঝা গুরগুর I ঝা তেই I তেটে তেটে II

\+ ০ ২ ০

IIতা খি I নাক্ থিনি I তা খি I নাক্ থিনি I

৩ ৪ ০

Iতা খুরখুর I তেৎ তা I খিঃ গুরগুরII

**To be continued in the next set.